দক্ষিণ ঢাকা

আমি এ শহরের প্রত্যেক নাগরিককে মেয়রের ভূমিকায় দেখতে চাই। নাগরিক সচেতনতাই পরিবর্তনের শক্তি। আমাদের অক্লান্ত ও আন্তরিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি নাগরিকগণ সচেতন হলেই এ শহরকে একটি আধুনিক পরিচ্ছন্ন বাসযোগ্য সবুজ সুন্দর নগরীতে রূপান্তর করতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- সেজন্য আপনাদের দোয়া চাই, ভালোবাসা চাই। আপনারা আমার সাথে থাকুন, পাশে থাকুন।

মোহাম্মদ সাঈদ খোকন মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

দুই বছরে ফিরে দেখা

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

-খান মোহাম্মদ বিলাল, (অতিরিক্ত সচিব) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ইপ্সিত লক্ষ্যে তাঁর সদয় সানুগ্রহে বর্তমানে নির্বাচিত মাননীয় মেয়র এঁর নিরলস ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। মেয়র মহোদয় এঁর দায়িত্বভার গ্রহণের দুই বছরে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়েছে ও চলমান রয়েছে তার কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্র হচ্ছে ঃ

সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাত উন্নয়ন ঃ ঢাকা মহানগরীকে নাগরিকের বাসোপযোগী, পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর নগরীরূপে গড়ে তুলতে গত দুই বছরে জিওবি ও নিজস্ব অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী হচ্ছে নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২১৫.৭২ কিঃমিঃ রাস্তা, ৪৭.৩৯ কিঃমিঃ ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে। পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৩৯.১৯ কিঃমিঃ নর্দমা নির্মাণ, ৩১০ কিঃমিঃ ড্রেন পরিষ্কার করা হয়েছে এবং ১৩৫.৩৪ কিঃ মিঃ সড়ক নির্মাণ, ১৪০.২৪ কিঃ মিঃ ড্রেন, ২৬.৯০ কিঃ মিঃ ফুটপাত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নিরাপদ সড়ক পারাপারের লক্ষ্যে ৮টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৯টির নির্মাণ ও ১৭টির সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। মহানগরীতে যানজট নিরসন ও সুষ্ঠু যানবাহন ব্যবস্থাপনার জন্য ২৩টি বাস-বে ও পুলিশ বক্স নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কমন ইউটিলিটি ডাক্ট নির্মাণ পরিকল্পনা।

পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও সংস্কার ঃ পথচারী নাগরিকদের জরুরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ সম্পন্ন, ৪৭টির নির্মাণ কাজ চলমান ও ১৭টির সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ডিজিটালাইজড এলইডি বাতি স্থাপন ঃ নাগরিকগণের সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রতিটি রাস্তা, মহল্লা ও অলিগলিতে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ৩৭০০০টি এলইডি বাতি স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকাকে আলোকিত করার কাজ এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে ১৮৬৮৭টি এলইডি বাতি স্থাপন করা হয়েছে, অবশিষ্ট ১৮৭১১টি বাতি স্থাপন জুন '১৭তে সম্পন্ন হবে।

জনতার মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি অনুষ্ঠান ঃ এ পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৭ টি জনতার মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি শীর্ষক ব্যতিক্রমী জবাবদিহিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়াসা, ডেসা, রাজউক, ডিএমপিসহ ২৮টি সেবা সংস্থার প্রতিনিধিগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এলাকাবাসীর কাছে জবাবদিহি করে থাকেন। এছাড়া এবিসি রেডিও এফএম ৮৯.২তে নিয়মিত "হ্যালো মিস্টার মেয়র" অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের সাথে বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা নিয়ে জবাবদিহি করে থাকেন।

মডেল রোড ঃ পথচারী ও যানবাহন চলাচলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংযোজন করে ইতোমধ্যে ধানমন্ডি শেখ কামাল সরণি (২৭নং রোড) থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্ট এর ডিজাইনে একটি মডেল রোড নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নকল্পে ২৩টি এসটিএস স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি এসটিএস নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। যত্রতত্র ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলার জন্য ৫৭০০টি ওয়েস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে। বর্জ্য সংরক্ষণ ও পরিবহনের সুবিধার্থে চলতি বছর ৪৭টি বর্জ্যবাহী গাড়ী এবং ১২২ (একশত বাইশ)টি নতুন কন্টেইনার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ১০০০ (এক হাজার) টি হাতগাড়ী সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সম্প্রসারণকল্পে ৮১ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্ন কর্মীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে ডিএসসিসি'র মাধ্যমে ১১টি ক্লিনার কলোনী নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের মাধ্যমে ডিসেম্বর '১৭-তে ৭টি এবং '১৮ সনে ৬টি ক্লিনার কলোনী নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে।

কোরবানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বর্তমান নির্বাচিত মেয়র মহোদয়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোরবানীর বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে বিগত দুই বছর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এক অভাবিত উন্নয়ন সাধন করেছে। আগামী কোরবানীর ঈদগুলোতেও এভাবে স্বল্পতম সময়ে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০ বছরের পুরনো যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান ঃ পরিবহন খাতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলাচলকারী ২০ বছরের পুরনো মেয়াদোত্তীর্ন ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে । এ পর্যন্ত ৯৭টি যানবাহন ডাম্পিং, লাইসেন্স না থাকা ও বিভিন্ন অভিযোগে ৮১ জন চালক কে কারাদন্ড প্রদান, ১২৩০টি মামলা দায়ের এবং প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে ।

অবৈধ কেমিক্যাল কারখানা অপসারণ অভিযান ঃ জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পুরনো ঢাকায় বিদ্যমান কেমিক্যাল কারখানা অপসারণের লক্ষ্যে বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ডিএমপিসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সাথে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে ।

খেলার মাঠ ও পার্ক উন্নয়ন ঃ আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সুন্দর, সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী, পরিচ্ছন্ন-পরিবেশসম্মত ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলা, নাগরিকগণের স্বাস্থ্য চর্চা ও বিনোদনের জন্য "জলসবুজে ঢাকা" শীর্ষক কর্মসূচীর মাধ্যমে ৩১টি খেলার মাঠ ও পার্ক উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যা ২০১৭ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। নগরবাসীর শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য চর্চার জন্য ২১টি ব্যায়ামাগারের মধ্যে ১৫টি চলমান ও ৬টি সংস্কারাধীন রয়েছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম ঃ নাগরিকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে ৩টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। আজিমপুর কবরস্থানে মসজিদ, অযুখানা, গেইট, বিশ্রামাগার, প্রার্থনা কক্ষের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকেশ্বরী মন্দির নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিএসসিসি'র আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদ ও মন্দির-এর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক উন্নয়ন ঃ নগরীর দুঃস্থ মানুষের স্বাস্থ্য ও মানবিক উন্নয়নে মহানগর হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, নাজিরাবাজার মেটারনিটি হাসপাতালের মাধ্যমে প্রায় ৮৩৩৫০০ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। মানিকনগরে ২(দুই) কাঠা জমির উপর নির্মিত ৩তলা বিশিষ্ট ভবনে দুঃস্থ নারী, শিশু ও পথবাসী মানুষকে আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২১ লাখ লোককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শহীদ নগর মাতৃসদন কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন প্রায় ও সদরঘাটে অবস্থিত ডিএসসিসি'র মালিকানাধীন ভবনে ঢাকা শহরে পথবাসী মানুষ ও প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদানসহ বহুমুখী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

মশক নিধন কার্যক্রম ঃ মহানগরীকে মশকমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও মশকবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ মশক নিধন ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে মশকবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ লক্ষ্যে নাগরিকদের স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্যে লিফলেট, পোস্টার বিতরণসহ ১০টি টিভি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার করা হয়েছে।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ নিরাপদ, নির্বিঘ্ন নাগরিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে মহানগরে অবৈধভাবে দখলে থাকা সায়েদাবাদ ট্রাক স্ট্যান্ড উদ্ধার করা হয়েছে। গুলিস্তান, মতিঝিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোসহ নিউ মার্কেটের ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত করে দিলকুশা, নবাবপুর রোড, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল সংলগ্ন, সেগুনবাগিচা ও বায়তুল মোকাররম মসজিদ এলাকায় ৫টি হলিডে মার্কেট চালু করা হয়েছে। এছাড়াও হকারদের পুর্ণবাসনের লক্ষ্যে প্রকৃত হকারদের তালিকা করে দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পরিচয়পত্র প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণকল্পে অপরাধীদের জেল ও জরিমানা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ০.৭৭০০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন ঃ প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ-এর সহায়তায় বুড়িগঙ্গা নদীর আদি চ্যানেল পরিষ্কার এবং অবৈধ দখলমুক্ত করার কাজটি চলমান রয়েছে। এছাড়াও নন্দীপাড়া খালের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ফুটওভার ব্রীজ এর রোড মিডিয়ান সবুজায়ন করে ঢাকা মহানগরীকে সৌন্দর্যময়ী তিলোত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বাড়ীর ছাদে বা আঙিনায় বাগান করার জন্য ১০% ট্যাক্স রিবেট প্রদান করা হয়েছে।

রাজস্ব বিষয়ক উন্নয়ন ঃ নাগরিক সেবা সহজিকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে অনলাইনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় এবং ট্রেড লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ৫৭টি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডিজিটাল হাজিরা চালু, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের কাজে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু, সিসি ক্যামেরা স্থাপন, শতভাগ ই-টেন্ডারিং চালু করা হয়েছে। এছাড়া ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঃ আজকের শিশু আগামী দিনের সমৃদ্ধ নাগরিক। আগামী দিনের নাগরিককে সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন তাদের প্রকৃত লালন ও মননের বিকাশ। এলক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে আয়োজন করে থাকে শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বাংলা বানান, রচনা, পত্র লিখন, সঙ্গীত ও বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ প্রতিভা বিকাশের নানা অনুষ্ঠান। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মহান বিজয় দিবসে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সংবর্ধনা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ১০০০ বঃফুঃ পর্যন্ত আবাসন ট্যাক্স মওকুফ এবং আজিমপুর ও জুরাইন কবরস্থানে তাঁদের জন্য জায়গা সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ১৭ মার্চ জাতির জনকের জন্মদিবসে জাতীয় শিশু দিবস যথাযথ মর্যাদা ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয়তাবোধ ও সর্বোপরি মানসিক বিকাশ ও উদ্ভাবনী শক্তি সৃজনের লক্ষ্যে বিগত ২৫ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত আয়োজন করা হয় "ঢাকা উৎসব ২০১৭"। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির আয়োজনে বিতর্ক, রচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, সঙ্গীত, চিত্রাংকন, আবৃত্তি, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় ঢাকা মহানগরীর ১২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এছাড়া নগর ভবনে স্থাপিত নগর জাদুঘরটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাদুঘরটিকে আরো সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আমাদের সবার প্রিয় চারশত বছরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই ঢাকা মহানগরীকে সঠিক লালন, পরিচর্যা ও নাগরিক সচেতনতার মধ্য দিয়েই গড়ে তুলতে পারি সমৃদ্ধ, সুন্দর ও আধুনিক মহানগরীরূপে। তাই আসুন মেয়র মহোদয় এর উপরোল্লিখিত উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমুন্নত রাখি আমাদের প্রাণের শহর ঢাকাকে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

অবৈধ দখলমুক্ত গুলিস্তান/মতিঝিল ফুটপাত

বুড়িগঙ্গা নদীপাড়ের আধুনিকায়নে প্রস্তাবিত মডেল

জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

মডেল ফুটপাত (প্রস্তাবিত)

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৫ বৈশাখ ১৪২৪
২৮ এপ্রিল ২০১৭

বাণী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের দায়িত্বভার গ্রহণের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ক্রোড়পত্র প্রকাশের মাধ্যমে নাগরিকগণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকান্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও সেবাদান সহজতর করার লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ভেঙ্গে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে দুটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ক্রমশঃ বিস্তৃত - বিস্তীর্ণ ঢাকার মানুষের অন্যতম প্রাণের প্রতিষ্ঠান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। ২০১৫ সালে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন প্রথমবারের মত মেয়র নির্বাচিত হন। আগামী ১৬ মে ২০১৭ মেয়র মহোদয়ের দায়িত্বভার গ্রহণের দুই বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। নির্বাচিত মেয়র মহোদয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে নানাবিধ বাস্তবমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এ লক্ষ্যে তিনি নগরবাসীকে একটি পরিচ্ছন্ন নগরী উপহার দিতে গত বছরকে "পরিচ্ছন্ন বছর ২০১৬" ঘোষণা করেছিলেন - যা সত্যিই প্রশংসনীয়। ঢাকা মহানগরীকে বসবাস উপযোগী ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

যেকোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন ও সফলতা নির্ভর করে দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনীর ওপর। আমি বিশ্বাস করি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সে সক্ষমতা রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ প্রণয়নের ফলে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে। সরকার নাগরিক সেবাপ্রদান ও পরিচ্ছন্ন মহানগরী হিসেবে ঢাকাকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যার সুবিধা নগরবাসী ইতোমধ্যে ভোগ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন দিকপাল হিসেবে ভূমিকা রাখবে - এটা আমার প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আমি ক্রোড়পত্র প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নব-নির্মিত এসটিএস উদ্বোধন করেন মাননীয় মেয়র

বীর মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা ও পুনর্মিলনী

ঢাবি ভিসির সাথে ওয়েস্টবিন স্থাপন

নিরাপদ স্ট্রীট ফুডকার্ট উদ্বোধন ও বিতরণ

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

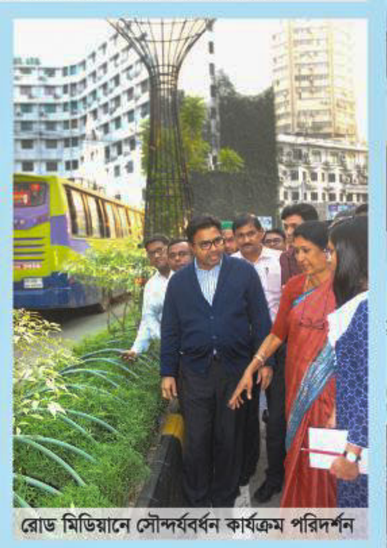

রোড মিডিয়ানে সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন

ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন অপসারণ অভিযান

রোড মার্কিং গাড়ির কার্যক্রম উদ্বোধন

পাছকুঞ্জ মডেল পার্ক (প্রস্তাবিত)

লালবাগ কেল্লায় ফ্রি ওয়াইফাই কার্যক্রম উদ্বোধন

ঢাকা দক্ষিণে প্রজ্জ্বলিত এলইডি লাইট

পোস্তাগোলা মহাশ্মশানঘাট উদ্বোধন

জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষে ম্যানহোল পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মেয়াদ উত্তীর্ণ ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে গৌড়ীয় মঠের ভক্তিবিলাস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

নব নির্মিত কমিউনিটি সেন্টার উদ্বোধন

ঝুঁকিপূর্ণ ভবন অপসারণ কার্যক্রম উদ্বোধন

ঢাকা উৎসবের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কাঁচা বাজার পরিদর্শন করেন মাননীয় মেয়র

পবিত্র ঈদের প্রধান জামাতস্থল জাতীয় ঈদগাহ্ সজ্জিতকরণ

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

সিটি কর্পোরেশন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

৩১টি খেলার মাঠ ও পার্ক নিয়ে জল সবুজে ঢাকা মডেল প্রদর্শনী

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ও ক্রিকেটার মাশরাফিকে নিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের পলি ব্যাগ বিতরণ

ক্লিনারদের মাঝে নব-নির্মিত ভবনের ফ্লাটের চাবি হস্তান্তর

নব-নির্মিত ফুটওভারব্রীজ

হলিডে মার্কেট

পহেলা বৈশাখে হালখাতা অনুষ্ঠান

গুলিস্তানে ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্তকরণ